দৈনিক বাংলা

21 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... ...

আকস্মিক সিলেবাস বদল

দৈনিক বাংলার এক খবরে বলা হয়েছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আকস্মিকভাবে ১৯৮৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার পাঁচটি নৈর্বাচনিক কারিগরি বিষয়ের মার্কস পুনর্বণ্টন ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবরে আরো বলা হয়েছে যে এই পরিবর্তনের খবরটি এখনো অনেক স্কুলেই পৌঁছেনি। এই পরিবর্তন ও তা ১৯৮৯ সালের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

১৯৮৯ সালে যারা এসএসসি পরীক্ষা দেবে তারা ১৯৮৭ সালে নবম শ্রেণীতে উঠেছে এবং মার্কস বন্টন ও পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করেই তারা তাদের পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করেছে। সেভাবেই তারা এখন পর্যন্ত পড়াশোনা করে এসেছে এবং আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছে। পরীক্ষার মাত্র ৭/৮ মাস বাকী আছে। কোথাও কোথাও ইতিমধ্যে প্রিটেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে পূর্বে নির্ধারিত মার্কস-এর ভিত্তিতে। সেক্ষেত্রে মার্কস পুনর্বিন্যাস বা পরীক্ষা পদ্ধতির যদি পরিবর্তন ঘটাতেই হয় তাহলে তা অনেক আগেই করা উচিত ছিল। এর জন্য যে সময়টা বেছে নেয়া হয়েছে তা কোনমতেই পরীক্ষার্থীদের অনুকূল নয়। বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত ছাত্রদের বিড়ম্বিত করবে, এবং এর জন্য তাদের ভোগান্তি পোহাতে হবে বলে আমাদের ধারণা। অনেক পরীক্ষার্থীরই এই আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে রেজাল্ট খারাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে—যা ভবিষ্যতে তাদের ক্ষতি করতে পারে।

খবরে বলা হয়েছে যে এই সিদ্ধান্ত বোর্ড নিয়েছে জানুয়ারী মাসে। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন, আলোচ্য পরিবর্তনের কথাটি সেই সময় কেন পরীক্ষার্থীদের জানান হল না। তখন জানান হলে, হয়ত ছাত্রছাত্রীরা অসুবিধায় পড়ত না।

মার্কস পুনর্বণ্টন ও পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের হয়ত প্রয়োজন ছিল। হয়ত পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুতর এবং পরীক্ষার্থীদের কল্যাণের জনাই এ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে এই পরিবর্তন ১৯৮৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে এই পরিবর্তন তাদের অসুবিধার সৃষ্টি করবে। আমাদের মতে তাই যদি আলোচ্য পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠেই তবে সময় নিয়ে পরবর্তীকালের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করলে আশা করি কারো কোন আপত্তি থাকবে না।

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...